

মাহবুবুলকে পড়াতে দিন

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

রোবায়ত ফেরদৌস, জুনায়েদ হালিম,
কাজী মামুন হায়দার, আ-আল মামুন,
শেখ শফিউল ইসলাম, শেখ আদনান ফাহাদ,
সজীব সরকার, নন্দিতা তাবাসসুম খান,
তপন মাহমুদ, কাজী আনিছ,
তানিয়া সুলতানা, রেজাউল করিম

আমরা হতবাক। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারিক সালমনের পর শিকার হলেন মাহবুবুল হক ভূঁইয়া। ঘটনাস্থল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি শেষে মাহবুবুল তাঁর ছাত্রদের অনুরোধে কিছুটা সময় দিয়েছিলেন। আর তাতেই বেধেছে যত বিপত্তি।

মাহবুবুল হক ভূঁইয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান। শোক দিবসে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার 'ক্লাস' নেওয়ার অপবাদ দিয়ে তাঁকে যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা হতভম্ব, মর্মান্বিত ও শঙ্কিত। আমরা আরও বেশি অবাক হয়েছি মাহবুবুল ও তাঁর শিক্ষার্থীদের বক্তব্য ও প্রাথমিক কোনো তদন্তের তথ্যাদ্য না করেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এক মাসের ছুটিতে পাঠিয়েছে। প্রায় একই সময়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি হাস্যকর করে তোলা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অবিবেচনাপ্রসূত ও আইনবহির্ভূত এসব পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

মাহবুবুল একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অন্যদের মতো তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং শ্রদ্ধা জানান। পরে কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুরোধে এবং নিজের কক্ষে বসার মতো পর্যাপ্ত স্থান না থাকায়, একটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের সমস্যাবলি শুনে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। ছুটির দিনে একজন শিক্ষকের এমন প্রচেষ্টা কোথায় সাধুবাদ পাবে তা না, উল্টো গুরু হলো তাঁকে হেনস্তা করা।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী শোক দিবসে 'ক্লাস' নেওয়ার অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীদের সামনে মাহবুবুলকে অপমান-অপদস্থ করেন। শিক্ষার্থীদের নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। পুরো ঘটনা তাঁরা ভিডিও করে ফেসবুকে ও ছড়িয়ে দেন। তাঁদের করা ভিডিওই তাঁদের সমস্ত অন্যায়, শিক্ষককে অপমান এবং শিক্ষার্থীদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

ঘটনার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি তাহলে ছাত্রলীগের আইন দ্বারা পরিচালিত?

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মাহবুবুলের বহিস্কারের দাবিতে উপাচার্য বরাবর আবেদন করেন এবং ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করতে থাকেন। অন্যদিকে মাহবুবুল ফেসবুক পোস্ট ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়ে জানান, ওই দিন তিনি কোনো ক্লাস নিচ্ছিলেন না। শিক্ষার্থীরাও উপাচার্যের কাছে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু পরিষদ উপাচার্য বরাবর প্রতিবাদলিপি দিয়েছে।

আমরা ভেবেছিলাম, সবার বক্তব্য নিয়ে প্রশাসন একটি সিদ্ধান্তে যাবে। কিন্তু অন্য কারও কথার তথ্যাদ্য না করে, ছাত্রলীগের একটি অমূলক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাহবুবুলকে ছুটিতে পাঠালেন উপাচার্য। তাঁও তিনি করলেন একক সিদ্ধান্তে, সিডিকেটের কোনো সভা ডাকার প্রয়োজনই বোধ করলেন না। ঘটনার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি তাহলে ছাত্রলীগের আইন দ্বারা পরিচালিত?

আমরা মনে করি, একজন শিক্ষক দিনরাত চক্ৰিশ ঘন্টাই শিক্ষক। আর তাই ১৫ আগস্ট শিক্ষার্থীদের পড়া বুঝিয়ে মাহবুবুল হক কোনো অন্যায় বা অপরাধ করেননি। এটা কোনোভাবেই শোক দিবস বা বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবমাননা নয়, বরং তা প্রকৃত ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। কারণ, বঙ্গবন্ধু এমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কাজ ও দায়িত্বে নিবেদিতপ্রাণ হবেন। শোক দিবসের আনুষ্ঠানিকতার পর মাহবুবুল যা করেছেন তা বরং প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবেই বিবেচিত হওয়ার কথা।

অথচ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি, ছাত্রলীগের অন্যায় দাবিতে গা ভাসিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসন এমন এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নিয়ম না মেনে তদন্ত কমিটি করেছে, এমনকি তদন্ত ছাড়াই তাঁকে ছুটিতে পাঠিয়েছে। আমরা সম্বন্ধে এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

আমাদের প্রশ্ন, কোনো রকম আইনকানুন না মেনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন পদক্ষেপ নিল কেন? কেন মাহবুবুলের সঙ্গে ছাত্রলীগের অভিযোগ বিষয়ে আলোচনা করা হলো না? কেন সেদিন পড়তে চাওয়া শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি আমলে নিলেন না উপাচার্য? শিক্ষককে অপমান করা এবং শিক্ষার্থীদের হুমকি প্রদানের বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষ কেন গুরুত্ব দিল না? তাহলে কি আমরা ভাবব, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় চালায় আসলে ছাত্রলীগ?

ঘটনার পর থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী ফেসবুকে মাহবুবুলকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইতিমধ্যে থানায় সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত পুলিশ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার শিক্ষকের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বিষয়টি একই সঙ্গে লজ্জাজনক ও অতর্কিত।

সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর তাক্ষর নির্মাণে চরম দূনীতির অভিযোগ উঠেছে। মাহবুবুল এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফোরাম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার ছিলেন। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও কর্মকর্তার চক্ষুশূল হয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট অনেকে অভিযোগ করছেন, তাঁকে 'শায়েজ' করে দূনীতির বিরুদ্ধে চলমান প্রতিবাদকে ত্রিমুখী করার জন্যই শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করেছে ছাত্রলীগ এবং প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

আমরা কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বুঝতে চাই না। আমরা মনে করি, মাহবুবুলকে অন্যায়ভাবে ছুটিতে পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে 'একাডেমিক ফ্রিডম' বলে যে কথাটি চালু আছে, তা খর্ব করা হয়েছে। কার্যত এর মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়কে তীব্র অপমান করা হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাহবুবুলকে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করবে এবং তাঁকে স্বাভাবিক নিয়মে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেবে। আর যারা বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেবে। অন্যরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন বলে আমরা আশা করি।

সবশেষে সবার প্রতি আমাদের একটাই দাবি, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মাহবুবুল হক ভূঁইয়াকে পড়াতে দিন।

● লেখকেরা দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

ব্যানবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
টীক, পরিসংখ্যান বিভাগ	
টীক ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
ডি.এ.	
অর্থ/প্রশাসন/অন্যান্য	
স্বাক্ষর	